গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
কীটতত্ত্ব

www.brri.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০০০.০১২.৫০.০০০১.২২.১১০

তারিখ: ১৬ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বিজ্ঞপ্তি

অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ব্রি'র পশ্চিম বাইদের গবেষণা প্লটে বাদামী গাছফড়িং (কারেন্ট পোকা) এবং বাদামী গাছফড়িং এর আক্রমণ লক্ষ্য যাচ্ছে। উক্ত পোকার প্রাদুর্ভাব রোধ কল্পে কীটতত্ত্ব বিভাগ থেকে নিম্নলিখিত পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান করা হলো-

১. যেসব জমির ধান পেকে গেছে এবং দু'এক দিনের মধ্যে কাটা হবে সেসব জমিতে বাদামী গাছফড়িং এর আক্রমণে ক্ষতির সম্ভাবনা কম বিধায় ব্যবস্থা না নিলেও হবে।

২. যেসব জমিতে ধান দুধ অবস্থায় রয়েছে এবং ধান কাটতে ১৫-২০ দিন সময় লাগবে সেসব জমিতে গাছের গোড়া পর্যবেক্ষণ করে বাদামী গাছফড়িং এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলে তা দমনের জন্য নিম্নে উল্লেখিত কীটনাশকের যে কোনো ০১ (এক)টি প্রয়োগ করতে হবে।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
পাইমেট্রোজিন	প্লেনাম ৫০ ডব্লিউজি	৫০০ গ্রাম
এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ ডব্লিউজি	১.৩ কেজি
কার্টাপ	সানটাপ ৫০ এমপি	১.২ কেজি

৩. কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

৪. কীটনাশক প্রয়োগ করার সময় সঠিক পরিমাণ কীটনাশক নির্দিষ্ট পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

৫. প্রতি শতক পরিমাণ জমির জন্য ২ লিটার কীটনাশক মিশ্রিত পানি ব্যবহার করে জমিকে ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

৬. বৃষ্টি হলে আক্রান্ত জমি থেকে পানি দ্রুত সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. নিকটতম সময়ের মধ্যে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কীটনাশক প্রয়োগে বিলম্ব করতে হবে। অন্যথায় বৃষ্টির পানি কীটনাশকের কার্যকারিতা দ্রুত নষ্ট করে ফেলবে।

৮. কীটনাশক প্রয়োগ করার কয়েক ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি হলে পুনরায় কীটনাশক প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৯-০৪-২০২৫
মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন
চিফ সাইন্টিফিক অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

বিভাগীয় প্রধান, সকল গবেষণা বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর।।